



227726 - যবে ব্যক্ত কসমরে ওয়াজবি কাফফারা অনাদায় রখে মারা গলে

প্রশ্ন

যদি কউে কসমরে ওয়াজবি কাফফারা অনাদায় রখে মারা যায় তাহলে তার নকিটাত্মীয়দের কী করণীয়?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

যদি কোন মুসলমি কসমরে ওয়াজবি কাফফারা অনাদায় রখে মারা যায় তাহলে তার অভভাবকদের (ওয়ারশিদরে) উপর ওয়াজবি পরতিয়কত সম্পত্তি বণ্টন করার আগে কাফফারা আদায় করা। কসমরে কাফফারা হচ্ছ: একটি গোলাম আযাদ করা কথিবা দশজন মসিকীনকে খাদ্য দান কথিবা তাদেরকে পোশাক দান। এ বিষয়ে বিস্তারতি জানতে 45676 নং প্রশ্নোত্তরটি দেখুন।

তবে খরচ যটোতে সবচেয়ে কম হয় সটোর মাধ্যমে কাফফারা আদায় করা বাঞ্ছনীয় (বর্তমানে সটো হচ্ছ খাদ্যদান)। যহেতু এখন পরতিয়কত সম্পত্তির সাথে ওয়ারশিদরে হক সম্পূক্ত হয়ে গছে। যদি কাফফারা আদায়ে বেশি খরচ হয় এতে ওয়ারশিরা ক্ষতগ্রিস্ত হব। তবে তারা যদি সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতিতে কাফফারা পরিশোধ করতে চায় তাহলে এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত তাদেরই।

'মুগনলি মুহতাজ' কতিবে (৬/১৯২) বলেন:

"কউে যদি কাফফারা অনাদায় রখে মারা যান তখন ওয়াজবি হল তার পরতিয়কত সম্পত্তি থেকে নিম্নতম মূল্যে শ্রণী দিয়ে কাফফারা আদায় করা।"[সমাপ্ত]

আর যদি মৃতব্যক্তি গরীব হয় এবং কোন সম্পদ রখে না যায় তাহলে তার দায়তিবে ওয়াজবি হওয়া কাফফারা হচ্ছ তিনিদনি রযো রাখা। সক্ষেত্রে মৃতের অভভাবকরে জন্য তার পক্ষ থেকে রযো রাখা মুস্তাহাব। অভভাবক রযো রাখার স্থানে প্রতদিনে বদলে একজন মসিকীনকে খাওয়াতে পারনে।

স্থায়ী কমটির আলমেগণকে জিজ্ঞেসে করা হয়েছিলি:

এক ব্যক্তি মারা গছেন। তার উপর রমযানরে দশটি রযোর কাযা পালন বাকী আছে। সে ব্যক্তি শাওয়াল মাসে সুস্থ হয়েছিলি। কিন্তু তিনি কাযা পালনে অবহলো করছেন। মৃতব্যক্তির অভভাবক কিতার পক্ষ থেকে রযোগুলো রাখবে; নাকি



অভিভাবকরে রোযা রাখাটা শুধু মানতরে রোযা ও কাফ্ফারার রোযার সাথে খাস?

জবাবে তারা বলেন: তিনি যি রোযাগুলো ভেঙেছেন তার অভিভাবকরে সে দনিগুলোর রোযা রাখা শরয়িতসম্মত। দললি হচ্ছ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী: "যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় মারা যায় তার উপর কিছু রোযা পালন বাকী আছে তার পক্ষ থেকে তার অভিভাবক রোযাগুলো পালন করবে"। এ হাদিসটি আম (সাধারণ)। সঠিকি মতানুযায়ী এর বধিান রমযানরে রোযা, মানতরে রোযা, কাফ্ফারার রোযা সব রোযাকো শামলি করবে। [ফাতাওয়াল লাজনাদ দায়মি (৯/২৬৩) থেকে সমাপ্ত]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন:

"ভুলক্রমে হত্যার ক্ষত্রে কাফ্ফারা ওয়াজবি হয়...। আর যদি কোন লোকরে উপর কাফ্ফারা ওয়াজবি হয় কিন্তু সে কাফ্ফারা অনাদায় রেখে মারা যায় তখন তার অভিভাবক তার পক্ষ থেকে ষাটজন মসিকীনকে খাওয়াবে। এটি হচ্ছ রোযার পুরতস্থাপন; যা পালন করত তার শক্তি অপারগ হয়েছে। যদি রমযানরে রোযার জন্য তার পক্ষ থেকে মসিকীন খাওয়ানো যায় তাহলে কাফ্ফারা ক্ষত্রে খাওয়ানো আরও বেশি যুক্তযুক্ত"। [মাজমুউল ফাতাওয়া (২৪/১৭০) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ আব্দুল্লাহ্ আত্ তাইয়্যার (হাফযিহুল্লাহ্) বলেন:

"যে ব্যক্তি তার কসমরে কাফ্ফারা অনাদায় রেখে মারা যান তার পক্ষ থেকে তার অভিভাবক কি কসমরে কাফ্ফারা পরশিোধ করবে?"

জবাব: এ হুকুমরে ক্ষত্রে আলমেগণ মতবরিোধ করছেন। সঠিকি অভিমিত হচ্ছ (আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ) তার অভিভাবকরে উপর আবশ্যিক তার সম্পদ থেকে কাফ্ফারা পরশিোধ করা। যদি মৃতব্যক্তির সম্পদ থাকে তাহলে অভিভাবকরে উপর ওয়াজবি তার পক্ষ থেকে মসিকীন খাওয়ানো কথিবা বস্ত্রদান করা কথিবা গলোম আযাদ করার মাধ্যমে কাফ্ফারা পরশিোধ করা। আর যদি তার কোন সম্পদ না থাকে তাহলে আলমেদরে সঠিকি মতানুযায়ী তার পক্ষ থেকে তার অভিভাবক কথিবা অন্য কটে রোযা রাখবে। তবে রোযা রাখা কি ওয়াজবি; নাকি মুস্তাহাব? এটি আলমেদরে মাঝে মতবরিোধপূরণ"। [সমাপ্ত]

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।